৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৪ আষাঢ় – ১০ আষাঢ়, ১৪২৮ ঃ ১৯ জুন – ২৫ জুন, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 34, 19 JUNE - 25 JUNE, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২৬টি টেসিলিজুমাব ইনজেকশন সরাবার অভিযোগে

কোচবিহারের শীতলকুচিতে বদলি হয়ে গেলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউ-এর মেডিক্যাল অফিসার দেবাংশী সাহা। এই অবৈধ কাজে উঠে এসেছে এক নার্স ও বিধায়ক নির্মল মাজির নামও। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

রবিবার : দুয়ারে ত্রাণ প্রকল্পে আবেদন পত্র গ্রহণের কাজ শেষ

হল ১৮ জুন। কথা ছিল ১৯ তারিখ থেকে শুরু হবে যাচাইয়ের কাজ। কিন্তু আবেদনের বিপুল সংখ্যা যাচাইয়ের তারিখ এগিয়ে আনতে বাধ্য করল সরকারকে। নির্দিষ্ট ১ জুলাইয়ের আগেই শেষ হবে যাচাইয়ের কাজ। তারপর ক্ষতিপূরণ প্রদান।

সোমবার : সামনে পুনে ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়। টাইমস হায়ার

এডুকেশন এশিয়ার ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২১-এ তৃতীয় স্থান দখল করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার মধ্যে যাদবপুরের স্থান ২০১ থেকে ২৫০এর মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৫১ থেকে ৪০০-র মধ্যে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গে বাড়ল করোনা বিধির সময়সীমা। হল ৩০

জুন পর্যন্ত। সামান্য কিছু বাড়তি ছাড় দিয়ে কার্যত লকডাউনই চালু থাকল রাজ্যে। ট্রেন-বাস-মেট্রো-অটো চলাচলে ছাড়পত্র না মিললেও অফিস খুলছে ২৫ শতাংশ কর্মী নিয়ে। হতবাক সকলে।

বুধবার : কোনও নথিভুক্ত হতে হবে না। ১৮ বছর বয়স হলেই

সরাসরি টিকা কেন্দ্রে গিয়ে কোভিড প্রতিষেধক নিতে পারবেন যে কোনও ব্যক্তি। দেশে এখন চলছে তিন রকম টিকা প্রদান। আগামী মাসের মধ্যে আসছে চতুর্থ টিকা নোভাভ্যাক্স।

বৃহস্পতিবার : দ্বিতীয় ঢেউ কিছুটা ঝিমোতেই শুরু হল তৃতীয় ঢেউয়ের

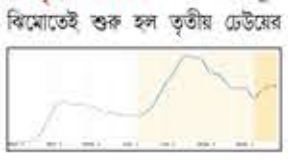

প্রস্তুতি। কোনওরকম ফাঁকফোকড় না রেখে জেলায় জেলায় শুরু হল কন্টেইনমেন্ট, মাইক্রো-কন্টেইনমেন্ট জোন তৈরির কাজ। সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি দেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর, বারুইপুর, মহেশতলাকে রাখা হচ্ছে এই জোনের তালিকায়।

শুক্রবার : করোনা বিধিনিষেধে শহরজুড়ে বন্ধ পরিবহন,

দোকানপাটও বন্ধ হচ্ছে নিয়ম মেনে, লোকজন বেরোচ্ছে কম। তারই মধ্যে অতিবৃষ্টিতে নাজেহাল শহরবাসী। দিনভর জমা জলে হাবুডুবু খেতে হল আধুনিক কলকাতাকে। আদিগঙ্গার দুর্দশা বাড়িয়ে তুলল দুর্ভোগ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পুলিশ অস্বীকার করলেও গ্রামবাসীদের অভিযোগ

অরক্ষিত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার চলছেই

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কিছুদিন আগেও গরুপাচার ছিল এই এলাকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সিবিআই-এর ধরপাকড়ের ফলে বিশেষ করে গরু পাচার কাণ্ডের অন্যতম প্রধান চাঁই এনামুল হক ও বিএসএফের জনৈক অধিকর্তা সিবিআই জালে ধরা পড়ার পর গরুপাচার একরকম বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবর্তে বেড়ে গিয়েছে চোরা চালান ও মাদকপাচার। এমনটাই অভিমত স্থানীয় গ্রামবাসীদের।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার কিমি। কিন্তু ভৌগোলিক কারণে এই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পুরো এলাকায় এখনও উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এইসব সীমান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বিথারি, হাকিমপুর, কৈজুরি, দোবিলা, পানিতর, বসিরহাট, ঘোজাডাঙা প্রভৃতি। এইসব সীমান্তগুলির কোথাও ইছামতী নদী, কোথাও সোনাই নদী, আবার কোথাওবা ভারতীয় বাসিন্দাদের বাড়িঘর ও বসতি থাকার কারণে এইসব সীমান্তগুলির বহু জায়গা আজও অরক্ষিত। ফলে পাচারকারী বা চোরাচালানকারীরা গ্রামাবাসীদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ও বিএসএফের নজর এড়িয়ে সীমান্তের এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগায়। গ্রামবাসীদের একাংশ অর্থের জন্য এইসব অবৈধ কারবারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অভিযোগ। মূলত এই সব সমস্যাগুলি এই জেলা সীমান্তে, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে কার্যত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাগদা থানা এলাকার প্রায় ৫৮ কিমি বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ২০ কিমি এলাকায় কোনও ফেন্সিং নেই। এখানে বিএসএফের ৯৯ ও ১০৭ নম্বর এই দুটি ব্যাটেলিয়ান সীমান্তরক্ষায় নিযুক্ত।

এরপর তিনের পাতায়

ম্যানগ্রোভ কেটে তৈরি হচ্ছে বাড়ি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি : রাজ্যে সরকার যখন সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে ঘটা করে সুন্দরবনে বিপুল পরিমাণে ম্যানগ্রোভ বসানোর কর্মসূচি পালন করছে ঠিক সে সময়েই কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে পাকা বাড়ি বানানোর অভিযোগ উঠলো।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, কুলতলির দেউলবাড়ি, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা নদীর ধার বরাবর কাটামারি বাজারের পাশে নির্মল বিমল সরদারের কাঠমিলের ঠিক বিপরীতে প্রায় ১০০ মিটার নদী লাগোয়া এলাকায় ম্যানগ্রোভ গাছ কাটা হয়েছে।আর সেখানে এখন বিম দিয়ে পাকা বাড়ি বানানোর কাজ চলছে।তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও বন দফতরকে বোকা বানিয়ে এই কাজ করছে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,সুন্দরবনকে বাঁচাতে এই এলাকায় বন দফতর থেকে ম্যানগ্রোভের চারা বসানো হচ্ছে অথচ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ম্যানগ্রোভ নিধন করছে।কয়েক দিন আগে বন দফতরের কুলতলি বিট অফিসার নিজে এসে এই গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়ে যান। তাঁর পরে কয়েকদিন চুপচাপ থাকার পরে গত মঙ্গলবার থেকে আবার গাছ কাটা শুরু হয় এখানে। বুধবার থেকে বৃষ্টির মধ্যেই

এখানে বিম দিয়ে রীতি মতো পাকা বাড়ির কাজ চলছে।এব্যাপারে বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জার স্বপন মন্ডল বলেন, ,ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে আমাদের আর ও বেশি করে সচেতন হতে হবে।আমফান ও ইয়াশে কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকায় নদীর বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে এলাকা।এর কারণ, এই এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলা হয়েছে অনেক।আমি এ দিনের গাছ কাটার খবর শুনে বিট অফিসারকে এলাকায় গিয়ে তদন্ত করতে বলেছি।কুলতলি বিট অফিসার গোলাম সেখ এলাকায় গিয়ে ঘটনার অনুসন্ধান শুরু করেছেন বলে জানালেন। তবে তিনি বলেন, আমি কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় গাছ কাটার খবর পেয়ে গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে দিই। আবার তা কেন শুরু করলো তা আমি সরজমিনে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথাদেউলবাড়ি দেবীপুরগ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নিখিল বৈদ্য এ ব্যাপারে কিছুই জানে না বলে বিষয়টিধামাচাপা দিতে চাইলেন।কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী এই ঘটনার পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

চাপ কাটিয়ে স্বস্তি ফিরছে সরকারের

পার্থসারথি গুহ : মাস দেড়েক হয়ে গেল বিধানসভা নির্বাচনের। এরমধ্যে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রথম বল থেকেই বেশ চাপে পড়েছে। নারদ মামলায় আকস্মিক সিবিআই অভিযানে দলের দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম ও বিধায়ক মদন মিত্রের গ্রেফতারি তাতে নিশ্চিতভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য শোভন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতার হওয়াকে ধরা হচ্ছে না। কারণ, শোভন না তৃণমূল না বিজেপি হয়ে এখন না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থানে রয়েছেন। অনেকে মজা করে বলেন, শোভনবাবু এখন বৈশাখী

পার্টি করছেন। যাক সেকথা এখানে আসার নয়। লেখার তো নয়ই। কিন্তু ক্রিকেটের পরিভাষাতে বলতে গেলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে উলটে ল্যা অফ অ্যাভারেজে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। কারণ ২১৩-এর মতো আসন নিয়ে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার ওপর তাদের হম্বিতম্বিকে দেশ ভালো ভাবে নিচ্ছে না। যেমন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও বিজেপির 'নাচনকোদন' খোদ দিল্লিবাসীই ভালো চোখে দেখে নি। এতকিছুর মধ্যে শুরুর ধাক্কা সামলে তৃণমূল আবার বাস্তবন্দি করেছে তাদের 'আলাদিনের আশ্চর্যপ্রদীপ' মুকুল রায়কে। বলাবাহুল্য, ২০২৪ এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি চলো অভিযানের মূল চালিকাশক্তিও হতে চলেছেন এই মুকুলবাবুই। যার গোড়াপত্তন হয়তো হতে পারে আগামী ২০২৩ এর ত্রিপুরা দখল দিয়ে। যার কলকাঠি ইতিমধ্যে নাড়া শুরু করে দিয়েছেন বাংলার রাজনীতির এই চাণক্য। বিজেপির মতো সর্বভারতীয় দলে যেভাবে তিনি ঢুকেছিলেন তাকে তাকে তুলনা করা হচ্ছে অন্ধ কবি হোমার রচিত ট্রয় আক্রমণ পর্বের মধ্যে দিয়ে।

এরপর তিনের পাতায়

জমিজটে আটকে সেতুর রাস্তা, নির্বিকার প্রশাসন

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং: দীর্ঘদিন ধরেই জমিজটে আটকে রয়েছে ধোষা সেতুর রাস্তা। অগত্যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষজন। অথচ প্রশাসন উদাস।জয়নগর ও ক্যানিংয়ের একমাত্র সংযোগকারী মাধ্যম পিয়ালী নদীর উপর বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধোষা সেতু রয়েছে।

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে জরাজীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে। বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনাও ঘটে।এমনকি সেতু থেকে পড়ে গিয়ে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যুও হয়।ওই সেতু দিয়েই জয়নগর,বারুইপুর,ক্যানিং,কুলতলি,মগরাহাট সহ অন্যান্য বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন সহ এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করে।আবারও যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

তখন বামফ্রন্ট সরকার সূর্যাস্তের মতো প্রায় অস্তাচলে।বামফ্রন্টের শেষলগ্নে তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই সেতুটি সংস্কার করেননি।পরিবর্তে পাশেই পিয়ালি নদীর উপর একটি নতুন সেতু তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয় সেতু তৈরির জন্য। ২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি ধোষা সেতুর শিলান্যাস করেন তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। তিন কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় প্রায় ১১ মাসের

মধ্যে।অন্যদিকে রাজ্যে মহাপতন ঘটে বামফ্রন্ট সরকারের।সেতু সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় ব্রিজটি চালু হয়নি আজও। এদিকে বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। আর অন্যদিকে রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল সরকার।

সেতু টি নিয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করেন নি বর্তমান সরকার। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও প্রশাসন সজাগ না থাকায় কারণে চালু না হওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল বেরা,চন্দনা মন্ডল,অলোক রায়,মধুমিতা সরদার'রা ক্ষোভের সাথে বলেন এই সেতু চালু না হওয়ায় আমাদের কে খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া, দাঁড়িয়া,হেড়োভাঙার মতো এই সমস্ত জায়গায় যেতে আমাদের কে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

বন্ধ গণ পরিবহন, সমস্যায় অফিস যাত্রীরা

কুনাল মালিক : কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে আবারও লকডাউন চলবে ১ জুলাই পর্যন্ত। তবে বাস, লোকাল ট্রেন সহ গণ পরিবহন বন্ধ থাকবে। তবে সরকারি ও বেসরকারি অফিস খেলা যাবে। সকালে হাট বাজার খোলা থাকবে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত। অন্যান্য দোকান ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। বার-রেস্তোরাঁ, শপিং মল খেলা থাকবে বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত। যথারীতি সকল প্রকার বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সকলেই খুশি। কারণ করোনা সংক্রমণ রুখতে গণ পরিবহণ বন্ধ থাকা অবশ্যই উচিত। তবে আবার কিছু প্রশ্নও উঠছে অফিস কাছারী খোলা থাকলে মানুষ যাবে কিভাবে? প্রশাসনের বজ্র আটুনী ফস্কা গেরোর নজিরও চোখে পড়ছে। অটো বন্ধ থাকার কথা থাকলেও, দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় যেমন বাখরাহাট, ঠাকুরপুকুর, চড়িয়াল, নোদাখালিতে দিব্যি অটো চলছে। এমনকি বেশি ভাড়া দিয়েও ৬ জনের বেশি যাত্রী নিয়ে অটো চলছে। প্রশাসনের কোনও নজরদারী নেই। গত ১৬ জুন জামাইষষ্ঠীর দিন তো মনেই হয়নি যে গণ পরিবহণ ব্যবস্থা সরকারিভাবে বন্ধ। গ্রাম শহরতলি থেকে কলকাতায় অফিস যেতে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলছেন মদ দোকান যদি খোলা থাকে তাহলে লোকাল ট্রেন চালালে অসুবিধা কোথায়? কারণ হাজার হাজার হকারদের দিন গুজরান করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন এই লকডাউন পর্বে রাজ্য সরকারের গরিব-দুঃস্থ মানুষদের জন্য আর্থিক কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তো বলেইছিলেন যে, তপশিলি মহিলাদের জন্য মাসিক এক হাজার এবং সাধারণ মহিলাদের জন্য মাসিক পাঁচশ টাকা দেবেন হাত খরচার জন্য। সেটা যদি এই পর্বে দেওয়া হতো তাহলে খুব ভালো হতো।

ঘরে ও রাস্তায় মাছ ধরার আনন্দে নস্টালজিয়ায় বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির দরুণ কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় তুমুল বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবনে ব্যাহত হয়েছে। আগামী দু'দিনও উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বলে আলিপুরস্থিত মৌসম ভবনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান উপ-মহানির্দেশক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। কলকাতা ১৭ জুন ১৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেটা এখনও চলবে। শনিবার পর্যন্ত এ বৃষ্টি চলবে। কলকাতায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। তবে কিন্তু বৃষ্টি চলবে। একটানা বৃষ্টিতে কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নদীতে জলের উচ্চতার বৃদ্ধি হয়েছে। ১৭ জুন কলকাতায় ১৭৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। জল বেড়িয়ে যাওয়ার জায়গা না থাকায় কলকাতার অনেকটা জায়গায় জল জমে গিয়েছে। ১৬ জুন রাতভোর প্রবল বর্ষণে কলকাতার বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ১৬ জুনের রাত ১১ থেকে ১৭ জুনের সকাল ৬টা পর্যন্ত মোমিনপুরে ১৭৯ মিলিমিটার, চেতলায় ১৫০ মিলিমিটার, কালীঘাটে ১৬৭ মিলিমিটার, তপসিয়ায় ১৫৩ মিলিমিটার এবং ঠনঠনিয়ায় ৯৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে বিস্তীর্ণ কলকাতার বেশ কিছু বাড়ির একতলার ঘরে জল ঢুকে যায়। এই ভারী বর্ষণের ফলে কলকাতার রাস্তা কার্যত নদীতে পরিণত হয়। বেহালা-লেকগার্ডেন্স সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘরে ঘরে জল ঢুকে পড়ে এবং সেই জলে দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতি দেখে কচিকাচা থেকে বয়স্করা সকলেই এক অন্য আমেজে বর্ষা স্নাত দিনকে উপভোগ করতে থাকে। জল জমার সমস্যাকে উপেক্ষা করে ঝুড়ি গামছা দিয়ে মাছ ধরতে লেগে পড়ে অনেকেই। কার্যত করোনার বিধি নিষেধ থাকায় বাড়ির বাইরে অধিকাংশ লোকই পা রাখছে না। তাই কর্মব্যস্ততাও তেমন ছিল না। যদিও বাড়িতে

ছবি : অরুণ লোধ

বসে অফিস করছেন অধিকাংশই তবুও সেই ফাঁকে কচি কাঁচাদের সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করতে তারাও নেমে পড়েন। শিশুদের কাগজের নৌকা বানিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে বাড়ির দরজার বাইরে সেই নৌকা ভাসিয়ে অনেকেই ফিরে যান ছোটবেলার নস্টালজিয়াতে। অনেকের মুখেই উঠে আসে রঙ্গ রসিকতার কথা। তারা বলতে থাকে টিভি দেখতে দেখতে বর্ষার গান শুনতে শুনতে মাছ ধরে সেই মাছ ভাজা খেতে মন্দ লাগে না। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য কলকাতার রাস্তায় ধরা পড়ল। বেহালার কিছু কিছু অঞ্চলে পুকুর থাকায় সেই সব পুকুরের জল রাস্তায় উঠে আসায় কিলবিল করতে থাকে চুনো মাছ। রীতিমতো জাল ফেলে সেই মাছ ধরতে শুরু করে সকলে। ঝুড়ি দিয়ে এবং অন্যান্য বহু পন্থা অবলম্বন করে সারা সকাল চলে মাছ ধরা। বিকেলে কিছু কিছু জায়গায় জল নেমে যেতে রাস্তায় মাছ ছটফট করতেও দেখা যায়। রাতের বেলা গঙ্গাগ্রীণ অঞ্চলে বড় রাস্তার ওপর ধরা পড়ে ঝুড়ি হাতে গামছা হাতে প্লাস্টিক হাতে মানুষজনকে। তাদের জিজ্ঞাসা করতেই পাশে রাখা প্লাস্টিক খুলে দেখিয়ে দেয় তারা ইতিমধ্যে কটি মাছ ধরেছে। প্লাস্টিকের মধ্যে জল ভরে জ্যান্ত মাছকে রেখে দিয়েছে বাড়িতে গিয়ে মাছ ভাজা খাবে বলে। অনেকেই স্বীকার করে তারা এর আগে কোন দিনও এমন নিজেরা মাছ ধরে মাছ খায়নি। প্রথম অভিজ্ঞতা তাদের বেশ ভালোই লাগছে। অনেকের মুখেই আবার মজার ছলে বলতে শোনা গেল প্রত্যেক বছরই যদি এমন হয় তাহলে খুব ভালোই হয়।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯ জুন – ২৫ জুন, ২০২১

জল থৈ থৈ

জল থৈ থৈ বাংলার বানভাসি জল চিত্র নতুন নয়। তবু বার বার ফিরে আসা এই জল যন্ত্রণা স্মরণ করায় নানা প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভেসে যাওয়া ভোট পর্বের সেই সময়গুলির কথা। দক্ষিণ বঙ্গে দিনের পর দিন নদী ভাঙনের সমস্যা কিংবা সেই 'ম্যান মেড বন্যা' তত্ত্ব আজও প্রাসঙ্গিক। উন্নয়নের জোয়ার হয়তো এসেছিল কিন্তু অত্যাধিক বৃষ্টির ফলে যে 'দুয়ারে গঙ্গা'র পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা আদৌ সুখকর নয়। জল যন্ত্রণায় এই মুহূর্তে বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাই কম বেশি ভুগছে। প্রকৃতির এই বৃষ্টিপাতের খেয়াল বহুদিনের। তবু অল্প বৃষ্টি পড়লেই গ্রাম বাংলার বহু সড়ক পথ পরিবহণের পক্ষে অযোগ্য হয়ে ওঠে। রাস্তা বর্ষার কারণে খারাপ হওয়ায় পথেই রোগীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। উন্নয়নের অন্যতম শর্তই রাস্তাঘাটের স্বাস্থ্য। পর পর কিছু প্রাকৃতিক ঝড়ে এমনিতেই দক্ষিণবঙ্গের বহু মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোথাও কোথাও সদ্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জলে পা ডুবিয়ে মানুষের কাছে গেলেও কার্যত রাস্তাঘাটগুলির স্বাস্থ্য খুব একটা ফেরে না। মানুষের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিচ্ছে খোদ কলকাতার জল যন্ত্রণার পরিস্থিতি। একদা কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের পাড়া বেহলার পর্ণশ্রীর অনেকেই গর্বের সঙ্গে দাবি করেছেন শুধু সেখানেই প্লেন বাসগাড়ি চলে না বর্ষাকালে রাস্তায় নৌকাও চলে। সোনারপুর থেকে দুর্গাপুর, বাঁকুড়া আসানসোল থেকে কলকাতার ঠনঠনিয়া কিংবা গল্ফগ্রীন অতিবর্ষায় ডুবে যায়। গঙ্গায় জোয়ার এলে সেই দুর্ভোগ আরও বাড়ে। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ার বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় বাজারে শাকসবজির অপ্রতুলতা।

অতিরিক্ত বর্ষায় সংযোগকারী বহু অস্থায়ী সেতু ভেঙে পড়ার দৃশ্য নতুন নয়। বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তাও এসব নিয়ে কম হয়নি তবু এই বর্ষাকালেই বার বার ফিরে আসে না পাওয়ার বেদনা। যেসব মাটির বাড়িতে কিংবা পাকা বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে এবং সাপ ব্যাঙের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয় তারা জানে কি দুঃসহ পরিস্থিতিতে বর্ষাকাল কাটাতে হয়। বহু খালের এবং নদীর সংস্কার করা হয় না। সেই সব জল উপচে পড়ে ভাসায় গৃহস্থের গৃহ। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কলকাতার মতো শহরে ক্রমাগত বহুতল বাড়ি নির্মাণ, জল উত্তলনের ফলে কড়াইয়ের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। ভৌগোলিক ভাবে কলকাতার মাটির ঢাল পূর্ব দিকে হলেও বহু জায়গায় জমা জল সরাতে সপ্তাহ গড়িয়ে যায় । বেহালা জনপদটি একসময় অজস্র জলাশয় দেখতে পাওয়া যেত। আজ সেসব অতীত। দিনের পর দিন অজস্র জলাশয় অতি কৌশলে ভরাট করে গড়ে উঠেছে নানা নির্মাণ কার্য। অজস্র বহুতল জানান দেয় নির্বিচারে কত শত গাছ কাটা পড়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ বঙ্গবাসীকে সত্যি স্বস্তি দিতে পারত। পুরনো কলকাতার মতো অতি পুরনো শহরের জীবনযাত্রা বারংবার রুদ্ধ হয় প্লাবনের দাপটে। পুরসভার বহু জল নিকাশি পাম্প বর্ষাকালে মাঝে মধ্যেই কাজ কর্ম করার দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। নিন্দুকেরা এসব নিয়ে অনেক কথা বললেও বাস্তব চিত্র হচ্ছে গঙ্গায় জোয়ার আর অতিবৃষ্টিতে কলকাতা ভাসবেই– এটাই ভবিতব্য।

পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ গ্রহণ করেই উন্নয়ন মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যেতে পারে। কলকাতাকে 'লন্ডন' কিংবা 'ভেনিসে'র পরিবর্তে প্লাবনমুক্ত কলকাতা করলে নাগরিকরা অনেক বেশি উপকৃত হবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম–উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

পর্যন্ত করে না। শাস্ত্র অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেবতা পূজার নির্দেশ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রে এই কথাও উল্লেখ আছে যে, প্রকৃতপক্ষে দেবতা উপাসনার কোন প্রয়োজনই নেই। ভগবদ্গীতায় (৭/২৩) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, দেবতা উপাসা থেকে যে ফল লাভ হয় তা স্থায়ী নয়। যেহেতু সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডই স্থায়ী নয়, তাই জড় অস্তিত্বের ও অজ্ঞনতার অন্ধকার থেকে যা কিছু লাভ করা যায়, তা–ও অস্থায়ী। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত এবং স্থায়ী জীবন কিভাবে লাভ করা যায়।

ভগবান বলেছেন যে, ভগবৎ সেবার দ্বারা যেমাত্র কেউ তাঁর কাছে পৌঁছয়– পরমেশ্বর ভগবানের কাছে অগ্রসর হওয়ার যা হচ্ছে একমাত্র এবং কেবলমাত্র পন্থা– তখন তিনি জন্ম–মৃত্যুময় সংসার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। পক্ষান্তরে, মায়িক কবল থেকে মুক্তি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কপট ধার্মিকদের যেমন প্রকৃত জ্ঞান নেই, তেমনই জগৎ সংসারের কাজে বৈরাগ্যও নেই। তাদের অধিকাংশই ধর্মের নাম করে স্বার্থহীন এবং লোকহিতকর কাজ করার অছিলায় মায়ার বন্ধনরূপ স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায়। ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার মিথ্যা প্রদর্শনের দ্বারা তারা যখন সব রকম দুর্নীতিমূলক কাজের প্রশ্রয় দেন, তখন তারা লোক দেখানো ভগবদ্ভক্তি উপস্থাপনা

ফেসবুক বার্তা

দেশের প্রয়োজন গান্ধী মুক্ত কংগ্রেস

শুভঙ্কর দাস

করোনা এবং বেহাল অর্থনীতি প্রসঙ্গে ব্যাকফুটে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। কিন্তু দেশজুড়ে সরকারবিরোধী এই হাওয়াকে নিজেদের দিকে টানতে ব্যর্থ কংগ্রেস। উল্টে শতাব্দী–প্রাচীন দলটির রক্তক্ষরণ অব্যাহত। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন জিতিন প্রসাদ। রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বড়রার ঘনিষ্ঠ এই নেতার বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ফের প্রশ্নের মুখে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বিজেপি যখন নিজেদের গড় ধরে রাখতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করেছে। সেখানে ছন্নছাড়া অবস্থা কংগ্রেসের। সাম্প্রতিক চার রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শূন্যে এসে ঠেকেছে ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিবিজড়িত এই দলটি। কেরলে বামেদের সরিয়ে ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ। অসমেও বিজেপির কাছে নতিস্বীকার। পুদুচেরিতে ক্ষমতাচ্যুত। তামিলনাড়ুতে ডিএমকের কাঁধে চড়ে সামান্য সাফল্য এসেছে ঘরে। এমন পরিস্থিতিতে তিন বছর পরে হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির থেকে অনেক পিছিয়ে কংগ্রেস। বলা ভালো বিজেপির সহজ প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে এই দলটি।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলেও কেন্দ্রে একচ্ছত্রভাবে শাসন করে এসেছে কংগ্রেস। কিন্তু ২০১৪–র পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে রাহুল গান্ধী অ্যান্ড কোং। ২০১৪ সালে ৪৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫২ আসন বিজেপির তুলনায় অপাংক্তেয় করে তুলেছে ইন্দিরা ও রাজীবের স্মৃতিবিজড়িত দলটিকে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মত বড় রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির কালিমা এখনো বয়ে চলতে হচ্ছে রাহুল গান্ধীকে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কিন্তু তবুও গান্ধী পরিবারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে চলেছে দলের অন্যান্য নেতারা। এই আনুগত্যই দলের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এখন সময় হয়েছে গান্ধী পরিবারকে বাদ দিয়ে এগিয়ে চলার।

এখনো সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে যদি কোনও দল টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখতে পারে তবে তার নাম কংগ্রেস। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই নিজেদের নরেন্দ্র মোদীর প্রতিস্পর্ধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এই সকল নেতা নেত্রীদের প্রভাব নগণ্য। আম আদমি পার্টির দিল্লি এবং কিছুটা হরিয়ানা ও পাঞ্জাব বাদ দিলে কোনো অস্তিত্ব নেই। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক তৃণমূল কংগ্রেস। একই দশা শিবসেনা, আরজেডি, ডিএমকে, জেডিএস, সমাজবাদী পার্টির। কিন্তু এখনো রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অসম, হিমাচলপ্রদেশে বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। মহারাষ্ট্র প্রধান না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই দলটির। তাই কংগ্রেস যদি শক্তিশালী না হয় তবে আখেরে লাভ নরেন্দ্র মোদীর। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ পেলেও রাজ্যওয়ারি বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অশোক গেহলট, অমরেন্দ্র সিং, কমল নাথ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র সিং হুডার মতো নেতা নেত্রীরা জোর টক্কর দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে। সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ময়দানে নামিয়েও সাফল্য পায়নি বিজেপি। কেরলেও তারা দাত ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে সেই লড়াই গড়ে তুলতে চূড়ান্ত ব্যর্থ সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বড়রা। অন্যদিকে সহজ প্রতিপক্ষ পেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি সর্বভারতীয় স্তরে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে গিয়েছে বিজেপি।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির থেকে শতাব্দীপ্রাচীন দলটিকে বের করে আনতে গেলে সবার আগে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন–এর আয়োজন করা প্রয়োজন। দলের সকল স্তরে যে মনোনীতদের বসানোর একটা অপসংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তা অবিলম্বে দূর করা দরকার। গান্ধী পরিবার বাদে অন্য নেতাদের শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে আসতে হবে। গান্ধী পরিবারকে বেষ্টিত করে দরবারী সংস্কৃতি কংগ্রেসের মধ্যে বিগত কয়েক দশকে গজিয়ে উঠেছে তার সমাপ্তি হওয়া প্রয়োজন। জোট ধর্ম পালন করে শরিকদেরকেও গুরুত্ব দিতে হবে ইউপিএতে। যে সকল রাজ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী কোন্দল অব্যাহত তা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। কড়া হাতে গোষ্ঠী কোন্দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে শীর্ষ নেতৃত্বকে। তা না হলে প্রতি লোকসভা নির্বাচনে কার্যত পাঞ্চিং ব্যাগ হিসেবে বিজেপির হাতে ব্যবহৃত হবে কংগ্রেস।

রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুঃস্থদের খাওয়ার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলছে মহামারি করোনার তান্ডব, তারপর ভরা কোটাল আর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। এই ত্রিফলার দাপট দেখিয়ে তছনছ করে দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষের জীবন যাত্রা। সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুরের অঞ্চলের মানুষ এখন দিশেহারা। অসহায় মানুষ এখন রাস্তার উপর তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জলে ডুবে যাওয়া ভিটেমাটির দিকে। এমত অবস্থায় চারিদিকে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে ফলে তারা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতে পারছেন না। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় অসহায় বিধ্বস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম। এই আশ্রমে স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজের উদ্যোগে তিনদিন ধরে প্রায় ২৫০০ হাজার দুঃস্থ সর্বহারা মানুষজনকে মন্দারমণি পুরুষত্তম আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার পরিবারকে দু'বেলা (দুপুর ও রাত্রে) রান্না করা খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। পাশাপাশি মন্দারমণি থেকে ৭ কিমি দূরে আন্দামান গ্রামে ১৩০০ আর্ত মানুষদের ত্রাণ বিলি ব্যবস্থা হয়। তাজপুর ভেরি চাউলি গ্রামের লোকেদের একই ব্যবস্থা হয়। অন্যদিকে শঙ্করপুরে ২৫০টি পরিবারকে শুকনো খাবারের প্যাকেট হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্যোক্তা বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু ঘাট, রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ প্রেমাত্মানন্দ বলেন, আমরা পূর্ব মেদিনীপুরের নানা জায়গায় এই কঠিন সময়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। ভবিষ্যতেও রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বর্ষার শুরুতেই ইলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার শুরুতেই প্রচুর পরিমাণ ইলিশ ঢুকেছে জলপাইগুড়ির বাজারে। তাই বাজারে এসে বেশ খুশি ইলিশ প্রিয় ভোজনরসিকরা। জলপাইগুড়ির দিনবাজারের পাইকারি ও খুচরো বাজারে গত দুদিন ধরে প্রচুর পরিমান ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে স্টেশন বাজার, বয়েলখানা বাজার, বৌবাজার ও ইন্দিরাগান্ধী কলোনি বাজারেও এখন ইলিশ মাছের রমরমা। জলপাইগুড়ির দিনবাজারের মাছ ব্যবসায়ীরা বলেন, বর্ষার শুরুতেই প্রচুর ইলিশ চলে এসেছে বাজারে। ওজন মাঝারি মান থেকে শুরু করে সব মাপেরই রয়েছে। দামও কিছুটা নাগালের মধ্যেই রয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে ৮০০ থেকে ১৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ। দিনবাজারের মাছ ব্যবসায়ী অশোক শা বলেন, বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় গঙ্গার মোহনায় প্রচুর ইলিশ উঠে আসছে। এজন্য এখন দাম নাগালের মধ্যেই।

গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া আরও ২ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ১০ জুন মাদানি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল ১০–১২ জন দুষ্কৃতীর একটি দল। ওইদিন গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকজনের বিষয়ে জানতে পারে পুলিশ। সেই সূত্রের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে গোড়ামোড় থেকে আরও দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাবলু বিশ্বাস এবং বাবলু রায়। ধৃত দুজনকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

রাস্তায় হাঁটু সমান জল দুর্ভোগে এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক দিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছে মালবাজার মহকুমা জুড়ে। আর এতেই চরম সমস্যায় পড়েছেন ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ঘীস বস্তির কিছু মানুষ। কারণ, বৃষ্টি জল গ্রামের মধ্যেই আটকে পড়েছে। জল বের হবার কোন জায়গা না থাকায় বৃষ্টি জল গ্রামের মানুষের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। যাতায়াতের রাস্তায় হাঁটু সমান জল। আর এতেই দুর্ভোগে এলাকার মানুষ। এলাকার মানুষের অভিযোগ আগে বৃষ্টির জল নালা দিয়ে বের হয়ে যেতো কিন্তু কয়েক বাড়ির জন্য এই জল আর বের হতে পারছে। কারণ, কয়েকটি বাড়ি প্রাচীরের জন্য জমা জল আর বের হতে পারছেনা। আর এই জমা জল বহু মানুষের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। বেশি বৃষ্টি হলেই রান্নাবাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত কেও জানানো হয়েছে। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম লামা বলেন, এই এলাকায় নালা তৈরির জন্য টাকা মঞ্জুর হয়ে আছে কিন্তু কিছু বাড়ির সীমানা প্রাচীরের জন্য সমস্যা হচ্ছে। তার কিছুতেই জল বের হবার জন্য জায়গা ছাড়ছে না। আর সেই কারণে কাজ করা যাচ্ছে না। আর এতেই দুর্ভোগ বাড়ছে এলাকার মানুষের। এব্যাপারে এসডিও, বিডিওকেও লিখিত ভাবে জানিয়েছি আমি।

জুয়ার আসরে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়িতে হোটেল টুরিস্ট ইনে জুয়ার আসরে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার এক যুবতী সহ ৫ জন। ধৃতদের নাম মুন্না সুন্দাস, শেখর আগরওয়াল, আশিস মুখিয়া, সাগর কুমার এবং বেদ প্রকাশ মিত্তল। জানা গিয়েছে, সেবক রোডে পিসি মিত্তল বাস স্ট্যান্ডের কাছে হোটেল টুরিস্ট ইনে পোকার গেমের আড়ালে জুয়ার আসর বসেছিল। এই খবর পেয়েই রবিবার রাতে ভক্তিনগর থানা এবং এসওজি এর দল হোটেলে অভিযান চালায়। ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হোটেল থেকে উদ্ধার হয় জুয়ার বোর্ডে ব্যবহৃত সরঞ্জাম। ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে, ঘটনার পর হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্তদের পরিবারের তরফে সাংবাদিকদের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াচ–টাওয়ার খোলার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেদলা ও চাপমারি ওয়াচ–টাওয়ার খোলার দাবিতে সোমবার গরুমারা সাউথ রেঞ্জ ও গরুমারা নর্থ রেঞ্জের মাধ্যমে বন্য প্রাণ শাখার জলপাইগুড়ি ডিএফওকে স্মারকলিপি দিল গরুমারা টুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও মূর্তি জিপসি ওনার্স এসোসিয়েশন এর সদস্যরা। প্রসঙ্গত আগামী ১৬ জুন থেকে তিনমাসের জন্য গরুমারা জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই লকডাউনে ফলে পর্যটন ব্যবসা অনেকটাই কমে গিয়েছে। তার উপর তিনমাসের জন্য জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে জঙ্গল সাফারিও বন্ধ হয়ে যাবে। যাও পর্যটকেরা আসত এবার থেকে সেটাও আসবে না। এরফলে পুরোপুরি বসে যাবে পর্যটন ব্যবসা। সংগঠনের কর্মকর্তাদের বক্তব্য জঙ্গলের বাইরে থাকা চাপরামারি ও মেদলা এই দুই ওয়াচ–টাওয়ার যদি খোলা রাখা যায় তাহলে পর্যটকেরা ফের আসতে শুরু করবে। তাই এদিন ওই দুই ওয়াচ–টাওয়ার যাতে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বনদপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। যদিও বড় কর্তারা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রিসোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবকমল মিশ্র, সভাপতি তজমল হক, সহ সম্পাদক শেখ জিয়াউর রহমান, জিপসি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সামিন আহমেদ ফেরদৌস, মূর্তি জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পরিচালক মজিদুল আলম সহ প্রমুখরা।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ফের বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গোপন সূত্রের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে কোচবিহার থেকে দুটি ওয়াগনর গাড়ি করে ফুলবাড়ি হয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করছে পাচারকারীরা। সেইমতো বুধবার দুপুরে ফুলবাড়ি বাজারে এনজেপি থানার ওসি সমির তামাং, এসআই গৌতম মল্লিক, এএসআই খগেন বর্মণের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়।এরপরই গাঁজা বোঝাই দুটি ওয়াগনর গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় জলপাইগুড়ির বাসিন্দা চন্দন রায়, শম্ভু দাস ও স্বপন রায়কে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রীতিকণা বিশ্বাস।আজ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে তিনি তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেন। এদিন তার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক গৌতম দেব এবং দার্জিলিং জেলার তৃণমূল সভাপতি রঞ্জন সরকার। প্রসঙ্গত, এর আগে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন কাউন্সিলর কমল আগরওয়াল এবং আরএসপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন রামভজন মাহাতো।

অসহায়ের পাশে সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাদ্যসামগ্রী বিলির মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন ময়নাগুড়ির সাংবাদিকরা। সোমবার ময়নাগুড়ির নতুনবাজারে বেশ কিছু অসহায় মানুষের পাশে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন তারা। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ উপস্থিত ময়নাগুড়ির অসহায় মানুষের হাতে একে একে চল, ডাল, তেল, লবণ, আলু সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও বেশ কিছু আহার তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য লকডাউন পরিস্থিতিতে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। তাই সেই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই প্রয়াস বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির সাংবাদিকবৃন্দ। আগামীদিনেও অসহায় মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি ভূষণ ছেত্রী, ময়নাগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

তৃণমূলে এক ব্যক্তি এক পদ কার্যকর হবে কি, জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে দ্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন এবার থেকে দলে এক ব্যক্তি এক পদ কার্যকর করা হবে। সেই অনুসারে কোনও মন্ত্রী আর জেলা সভাপতির পদে থাকতে পারবেন না। মন্ত্রীরা এবার থেকে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবেন। দলের কাজকর্ম দেখবেন সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু, এই ঘোষণার পরেও দলনেত্রীর সিদ্ধান্ত কার্যকর প্রসঙ্গে যথেষ্টই সন্দিহান পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য নেতা-কর্মীবৃন্দ। যদিও কেউই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে নারাজ। তবে, তাঁরা ইতিমধ্যেই আড়ালে আবডালে এবং ঘনিষ্ঠ মহলে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের একান্ত বিশ্বস্ত সৈনিক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদেই আসীন থাকবেন। জেলার গুরুত্বপূর্ণ এই পদে তাঁর সমান যোগ্য উত্তরসূরী নাকি এখনও তৈরি হয়নি। তাই যতদিন না এমন বিশ্বস্ত সেনাপতির খোঁজ মিলছে ততদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকেই জেলা সভাপতির দায়িত্বে রেখে দেবেন দলনেত্রী। ইতিমধ্যেই স্বপন দেবনাথকে ঘিরে এমনতর জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে জেলার বিরাট অংশের কৌতূহলী মানুষের মধ্যেও।

১৯৯৮ সালে মমতা বন্দোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকেই স্বপন দেবনাথ অবিভক্ত বর্ধমানে দলের জেলা কমিটির শীর্ষ পদে রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সিপিএমের পাশাপাশি কোথাও কোথাও কংগ্রেসের দাপটের মধ্যেও তিল তিল করে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এখন তাঁরই নেতৃত্বে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে স্বপন দেবনাথের সাংগঠনিক দক্ষতার

জোরে এই জেলার মোট ১৬ টি আসনেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। তাঁর এই ক্যারিশমায় বিজেপি সহ বাম-কংগ্রেস জোট কার্যত দিশেহারা। বর্তমানে জেলায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে বিরোধী দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নানাভাবে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডলের গলাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে পরপর বেসুরো আওয়াজ শোনা গেছে। তিনি ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে জয়ী প্রথমবারের বিধায়ক। পরবর্তীতে দল বদলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে ২০১৪ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালেও তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিপুল মার্জিনে জয়ী হয়েছিলেন। সবশেষে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। যদিও দলবদলু সুনীল কুমার মণ্ডল এতদিন পর এখনও তাঁর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় জনমানসের সমালোচনার শিকার হয়েই চলেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের অভিমত, দলবদলু নেতা-কর্মীদের অনেকেই এখন তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরার জন্য করজোড়ে মুখিয়ে রয়েছেন। যত দিন যাচ্ছে সেই তালিকাটা দীর্ঘতর হচ্ছে।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মণ্ডল আজিজুল বলেন, স্বপন দেবনাথ এমন একজন নেতা যিনি জেলাটাকে হাতের তালুর মতো চেনার পাশাপাশি কোণায় কোণায় সর্বস্তরের প্রতিটি স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস বলেন, দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দলে এক ব্যক্তি এক পদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তিনিই ঠিক করবেন দলের এই জেলা কমিটির সভাপতি পদে বদল হবে কিনা। তবে, এটুকু বলতে পারি গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর থেকেই বিরোধী দলগুলির অসংখ্য নেতা-কর্মী আমাদের দলে আসার জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন। যদিও এই যোগদানের ব্যাপারে আমাদের কাছে এখনও শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও নির্দেশ আসেনি।

ত্রাণ দিয়ে ফেরার পথে বেঁচে ফিরলেন অভিনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে ত্রাণ দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার হাত থেকে পুলিশের সহায়তায় বেঁচে ফিরলো অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কয়েক দিন আগে বারুইপুর জেলা পুলিশের মৈপীঠ উপকূল থানা পেরিয়ে জলপথে পাথর প্রতিমা এলাকার গঙ্গারামপুরে বন্যা দুর্গত দের ত্রাণ সামগ্রী দিতে যান জনপ্রিয় অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। ত্রাণ দিয়ে মৈপীঠ হয়ে কলকাতা ফেরবার পথে পাথরপ্রতিমা থানার বর্ডারিং এর কে প্লটের জিরো পয়েন্ট-এ ইঞ্জিন খারাপ হয়ে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় ভাড়াকরা ভটভটি নৌকাটির। অগত্যা মাঝনদীর থেকে আস্তে আস্তে সরে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ঢাকা তীরের দিকে নোঙর করে দাঁড়ায়

নৌকা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। আর এখানে তো জলে কুমিরডাঙায় বাঘ। সুতরাং বিকেল পেরিয়ে দ্রুত সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয় বিপদের আশঙ্কা। এমনি সময়ে খবর আসে মৈপীঠ উপকূল থানায় ওসি প্রদীপ পালের কাছে। দ্রুত উনি থানার এস আই বলরাম মন্ডলকে টিমসহ থানার পুলিশ লঞ্চ দিয়ে নদী পথে পাঠিয়ে দেন পাথরপ্রতিমা থানার বর্ডারিং জিরো পয়েন্ট-এ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নামবে। ঘড়ির কাঁটায় আটটা বাজে। এমন সময় ঘন অন্ধকারে নদীর বুক চিরে পুলিশ লঞ্চের আগমন আশ্বস্ত করে যীশু সহ দলের বাকিদের। একে একে সকলেই তাঁদের নৌকা থেকে পুলিশ বোটে চলে আসেন। এরপর লঞ্চ পৌঁছে যায় মৈপীঠ থানার অন্তর্গত কিশোরীমোহনপুর গঙ্গার ঘাটে। তারপর অপেক্ষারত গাড়িতে করে যীশু এবং বাকি সকলে রওনা দেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। তবে এভাবে সমূহ বিপদের হাত থেকে ফিরে পুলিশ টিমকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি মানবিক কাজের জন্যও যিনি পরিচিত সেই যীশু সেনগুপ্ত। আর পুলিশ ও এই কাজ করে খুশি।

চাপ কাটিয়ে স্বস্তি ফিরছে সরকারের

প্রথম পাতার পর

যাতে কাষ্ঠ ঘোড়া অর্থাৎ ট্রোজান হর্সের পেটের মধ্যে শত্রুপুরীতে সেঁধিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুকুলবাবুও নাকি সেই এক কায়দায় বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের খবরাখবর চালান করতেন তৃণমূলে। শেষমুহূর্তে সেটা নাকি ধরতেও পেরেছিল আরএসএস নেতৃত্ব। ততক্ষণে অবশ্য অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। মুকুলবাবুকে তাই নদিয়ার এক প্রান্তে ভোটে লড়তে পাঠিয়ে একপ্রকার সরিয়ে দেওয়া হয়। তাও শেষরক্ষা যে হয়নি তা বিজেপির এত ঢাকঢোল পেটানোর পরেও হারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল বিজেপির বাউন্সার সামনে অনেকটা স্বস্তিতে তৃণমূল। তবে এক্ষেত্রেও একটি কাঁটা এখনো ভালোমতোই খচমচ করছে। সেটা হল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। যেভাবে রাজ্যপাল রাজ্য সরকার বিঁধছেন তা থেকে রাজ্য বিজেপি নেতাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু শেষ প্রাচীরটিকে উপড়ে ফেলতে তৃণমূলী কূটকৌশল যে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছায়নি তা কে বলতে পারে? সেটিংয়ের সেই শানবাঁধানো ঘাটে তবে ধনখড় সাহেবের বিদায় ত্বরান্বিত করা হবে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত অনেকটাই নরমপন্থী আরিফ মহম্মদ খান। যদিও শিয়া এই মানুষটির উপস্থিতিতে ধনখড়ের থেকেও চাপে থাকতে পারে রাজ্যের অন্য একটি গোষ্ঠীর মানুষ। তাও মন্দের ভালো এই অবস্থানে রাজ্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেই পারে। একইসঙ্গে দিল্লি দখলের খেলায় ব্যাকফুটে যেতে পারে তৃণমূল। বড়জোর স্বান্তনা পুরস্কার হিসাবে ত্রিপুরা ঝুলিয়ে দেওয়া হতে পারে তাদের সামনে।

ঘরে ও রাস্তায়

প্রথম পাতার পর

তবে এই জল যন্ত্রণা এবং মাছ ধরার মজাকে উপেক্ষা করে রাজ্য রাজনীতিও ছিল এই শীতল আবহে সড়গরম। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এক হাত নেয় প্রশাসনকে। তিনি বলেন এই সরকারের কাজ করার কোনও ইচ্ছাই নেই। তাই এই জল যন্ত্রণা কমছে না। ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রশাসক বিজেপির তিস্তা বিশ্বাস বলেন, পাম্পিং স্টেশন বিকল হওয়ায় এমন অবস্থা। সেগুলি যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তবে এই পরিস্থিতিই হবে। বার বার এই বিষয় নিয়ে আমরা বিরোধী দলের কাউন্সিলার হিসাবে তুলে ধরেছি। যখনই আমরা জানতে পারি পাম্পিং স্টেশনগুলির অবস্থা তখনই সেটা নিয়ে আমরা সরব হই। তবে বিরোধী দল হিসাবে যে সব সত্যিটা আমাদের কাছে আসে সেটা নয়। তবুও জানতে পারলে তুলে ধরি। বিরোধী দলের কাউন্সিলর হয়ে মানুষের দায়িত্ব নিয়েছি কিন্তু মানুষকে সেই পরিষেবা দিতে পারছি না। পরিস্থিতি ঘুরে দেখতে পথে নামেন কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম এবং কলকাতার নিকাশি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য তারক সিং। মুখ্য প্রশাসক বলেন, কলকাতা থেকে জল নামিয়ে দেওয়ার ম্যাজিক স্টিক কলকাতার কাছে নেই। আর ক্ষেত্রটি অনেকটা একটা গামলার মতো। কলকাতার জল কলকাতার চতুর্দিকের নিকাশি খাল হয়ে নদীতে যায়। আর নিকাশি খাল গুলি জলে থৈ থৈ করছে। কিন্তু কলকাতার সব ক'টি পাম্পিং স্টেশন ফুল দমে চলছে। কলকাতার ট্র্যাডিশনাল লো ল্যান্ড এরিয়ায় জল জমায় অতিরিক্ত পাম্প চালানো হয়েছে। এদিকে ১৫ ও ১৬ জুনের রাত-ভোর বৃষ্টিতে বেহালার যেখানে কেইআইআইপি - র কাজ চলছে সেখানে জল জমেছে। খিদিরপুরের লো-ল্যান্ড এরিয়ায় জল জমেছে, মোমিনপুর, তিলজলা, পার্কসার্কাস, আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়ার বিভিন্ন রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বার্তা, ১৯ জুনের পর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে।

সুন্দরবনের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ বসালেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনকে বাঁচাতে আরও বেশি করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরামর্শ দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা। তাই তো গত বছরের মতন এবছরও ৫ কোটি ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আর এবার এই কাজে এগিয়ে এলো জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। সোমবার বিকালে সুন্দরবন বনাঞ্চলের বাসন্তী বিধান সভার রামচন্দ্র খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং সোনাখালি গ্রামের শিকারী পাড়া নদীর চরে নিজের হাতে ম্যানগ্রোভের চারা বসালেন সাংসদ

প্রতিমা মণ্ডল। এদিন তাঁর এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বাসন্তীর বিডিও, মহকুমাশাসক, মহকুমা পুলিশ আরক্ষ আধিকারিক, থানার আই সি সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও গ্রামবাসীবৃন্দ। এদিন ৫০০ টি ম্যানগ্রোভের চারা বসানো হলো নদীর চরে। এ ব্যাপারে নদীর চরে দাঁড়িয়ে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, সুন্দরবনকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের আরও অনেক ম্যানগ্রোভের চারা বসাতে হবে এবং এই ম্যানগ্রোভ কাটা আটকাতে হবে। ইয়াশের সময় সুন্দরবনের যে অংশে ম্যানগ্রোভ বেশি ছিলো সেই অংশে ক্ষতি হয়েছে অনেক কম। তাই আমাদের সকলের বেশি বেশি করে ম্যানগ্রোভ লাগানো উচিত সুন্দরবনের নদীর ধারে। নদীর ভাঙন আটকাতে এই গাছ অনেকখানি সাহায্য করে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইতিমধ্যে এই গাছ বসানো চলছে সুন্দরবনে।

জমিজটে আটকে সেতুর রাস্তা

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের উচিত সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে এই সেতুটি চালু করা। অন্যদিকে তিলপীর বাসিন্দা আকবর মোল্লা,গিয়াসউদ্দিন পিয়াদা সহ কয়েক জন গ্রামবাসী জানালেন,এই সেতু চালু হলে আমরা খুব কম সময়ে জয়নগর ও ক্যানিং থানা এলাকার মধ্যে যাতায়াত করতে পারবো। ধোষা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুলে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী মোমিনা মোল্লা,অমল সরদার,গগন মাহাতো,হৃষিকেশ নস্কররা জানান, পিয়ালি নদীর উপর ধোষা সেতু চালু না হওয়ার কারণে আমাদের স্কুলে যাতায়াত করতে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়।জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা সেতু দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।নতুন সেতুর রাস্তাটি হয়ে গেলে সমস্যা থাকতো না। যদিও বর্তমানে স্কুল বন্ধ রয়েছে। তাই সেতুটি তাড়াতাড়ি চালু হলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।এ ব্যাপারে ক্যানিং পশ্চিমের প্রাক্তন এবং বর্তমান বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন ২০১২ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন ধোষা সেতুর যাতায়াতের জন্য ক্যানিং ১ নং ব্লকের ধোষা হাট থেকে যামিনী মোড় পর্যন্ত সংযোগকারী প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার কাজ তড়িঘড়ি করে দিয়েছিলাম ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জমিজটে আটকে পড়ায় জয়নগর দিকের রাস্তা না হওয়ায় নতুন সেতুটি চালু করা যায়নি।'

ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষকে যাতে দুর্ভোগের শিকার না হয় তার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধোষা সেতুর রাস্তা জটের সমস্যা সমাধানের জন্য জমির মালিকের সাথে কথাবার্তা চলছে।সেতুর সংযোগকারী রাস্তা জটের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য খুব দ্রুততার সাথে সেতু টি যাতে চালু করা যায় এবং তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি।' অন্যদিকে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত ধোষা সেতু সম্পর্কে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার জানিয়েছেন, সেতুর সংযোগকারী যাতায়াতের রাস্তার জন্য ইতিমধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সেতুর সংযোগকারী রাস্তার কাজ সমাপ্ত করে সেতুটি চালু করা হবে।'

তবে এলাকার সাধারণ মানুষ চাতকের মতো তাকিয়ে কবে তাদের দুর্দশা ঘুঁচিয়ে চালু হবে এই ধোষা সেতু!

মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে বন্ধুর হাতে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে এবারে বন্ধুর হাতে খুন বন্ধু। গত দু দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির কাছ থেকে উদ্ধার হলো সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত দেহ। ছাত্রের নাম সুরজ লস্কর(১৪)। বাড়ি মন্দির বাজার থানার জয়নগরের কাছে মৌজপুরলস্কর পাড়াতে। মৃত ছাত্রটি রমাকান্তপুর বিদ্যাপীঠের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা অটোচালক নজরুল লস্কর ও মা গৃহবধূ মমতাজ লস্করের ছোট ছেলে সুরজ। লকডাউনে নিজের মোবাইল না থাকলে ও দাদা বা দিদির মোবাইল নিয়ে গেম খেলায় পটু ছিল সে। মৃতের বাবা ও মার সূত্রে জানা গেল, মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী এক বন্ধু রহিত লস্করের সাথে প্রায় সময় ঝামেলা লেগেই থাকত সুরজের। সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশী বন্ধু রহিত বাড়ি থেকে মোবাইলে গেম খেলার জন্য ডেকে নিয়ে যায় সুরজকে। তারপর থেকে সে আর বাড়ি ফেরে নি। বাড়িতে না ফেরায়

পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে স্থানীয় মন্দির বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। মঙ্গলবার বিকালে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে জয়নগর মজিলপুর রেল লাইন লাগোয়া বকুলতলা থানা এলাকার একটি জঙ্গল থেকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় সুরজের মৃতদেহ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় মন্দিরবাজার ও বকুলতলা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মন্দিরবাজার থানা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী বন্ধুর সাথে প্রায় সময় ঝামেলা লেগেই থাকতো । সোমবার সন্ধ্যায় বন্ধুরা মোবাইলে গেম খেলার জন্য বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। মোবাইলে গেম খেলায় কিছু টাকা উপার্জনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঝামেলা। আর তাঁর থেকেই খুন করা হয় লোহার শক্ত কিছু দিয়ে। পাশের একটি জঙ্গলে দেহ ফেলে চম্পট দেয় বন্ধুরা এমনটাই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে এই ঘটনার সঙ্গে বেশ কয়েকজন জড়িত আছে বলে মনে করছেন মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। সুরজের বন্ধুদের কে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বুধবার দুপুর অবধি রহিত সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। এলাকা অশান্ত থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অবিলম্বে রহিতের পুরো পরিবারকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানালো এলাকার মানুষ। অবিলম্বে মোবাইলে গেম খেলা বন্ধের দাবি জানাচ্ছে বিভিন্ন মহল। এর থেকে এক একটা শিশুর মস্তিকে প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

মাদক পাচার চলছেই

প্রথম পাতার পর

গাইঘাটা থানা এলাকায় ঝাউডাঙা থেকে আংড়াইল পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিমি। এখানে সীমান্তের খানিকটা অংশে ফেন্সিং থাকলেও বাকি অংশ ফেন্সিংবিহীন। এই অংশে রয়েছে ইছামতী নদী। এখানে সীমান্ত রক্ষায় রয়েছে ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। ঝাউডাঙা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত ৩৭ কিমি। পেট্রাপোল থানা এলাকার সীমান্তে রয়েছে ১৭৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। এখানে ৪৪ কিমি সীমান্তের মধ্যে প্রায় ১০ কিমি ফেন্সিংবিহীন। স্বরূপনগর থানা এলাকার গোবরা থেকে কৈজুরি পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা প্রায় ৪৩ কিমি। এর মধ্যে রয়েছে গোবিন্দপুর, বিথারি-হাকিমপুর, বালতি-নিত্যানন্দকাটি ও কৈজুরি, এই চারটে গ্রাম পঞ্চায়েত এখানে জনসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। এখানের সীমান্ত এলাকায় কোথাও ফেন্সিং আবার কোথাও প্রায় জলশূন্য সোনাই নদী। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে ১১২ ও ১৫৩ নম্বর এই দুটি ব্যাটেলিয়ান বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার অন্যতম বড় সমস্যা ছিল গরু পাচার। কিন্তু গরু পাচারের মূল পাণ্ডা এনামুল হক সিবিআই জালে ধরা পড়ার পর বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা স্বরূপনগর, বসিরহাট সীমান্তে গরুপাচার এখন প্রায় বন্ধ। এবং এই পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত এক বিএসএফ কর্তাও এখন জেলে। তবে গরুপাচার বর্তমানে একপ্রকার বন্ধ থাকলেও সীমান্তে ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে চোরাচালান ও মাদক পাচার। এছাড়া বিভিন্ন অরক্ষিত সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিএসএফের নজর এড়িয়ে প্রায়শই ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশ, বলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাদের মতে, বিএসএফ যে পরিমাণ সোনা বা অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ সামগ্রী চোরাচালান হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে সোনা, রূপো ছাড়াও রয়েছে গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল সহ ইয়াবা নামক এক ধরনের নেশার ওষুধ বলে জানান সংশ্লিষ্ট বাসিন্দারা।

বনগাঁ মহকুমার বাগদা ও বয়রা সীমান্তের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামবাসী বলেন, 'সীমান্তে গরু ও সোনা পাচার বর্তমানে আগের থেকে কমলেও ফেন্সিডিল, হেরোইন, গাঁজা, কোডাইন মিক্সচার ও ইয়াবা নামক মারাত্মক একপ্রকার নেশার ট্যাবলেট পাচার বেড়েছে ব্যাপকভাবে। এই ট্যাবলেটটা মূলত আসে মায়ানমার থেকে। এছাড়াও সীমান্ত এলাকায় বেআইনি মদের ব্যবসাও চলছে রমরমিয়ে। এই সমস্ত নেশার সামগ্রী বিক্রির জন্য গ্রামে গ্রামে অবৈধ এজেন্টরা নেতা ও প্রশাসনের সহায়তায় রাম রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। এর ফলে ধ্বংসের দিকে চলেছে যুব সমাজ। এ প্রসঙ্গে কেউ কোনও প্রতিবাদ করলে তাকে বা তাদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা ছাড়াও মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে হাজতবাসও করানো হয়ে থাকে।' তাদের অভিযোগ, সীমান্ত এলাকায় এইসব নেশার সামগ্রী হল, অল্প সময়ে অধিক উপার্জনের সহজ মাধ্যম। উল্লেখ্য বনগাঁ মহকুমার মধ্যে সীমান্তবর্তী থানা হল ৫টি। সেগুলি হল বাগদা, গাইঘাটা, গোপালনগর, বনগাঁ ও পেট্রাপোল। আর বসিরহাট মহকুমার মধ্যে সীমান্তবর্তী থানা হল ৬টি। থানাগুলি যথাক্রমে স্বরূপনগর, বসিরহাট, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ সন্দেশখালি ও হেমনগর (কোস্টাল)।

বসিরহাট মহকুমাধীন স্বরূপনগরের দহরকান্দা, আরশিকারী, দেবিলা, পানিতর, কৈজুরি ইত্যাদি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বিভিন্ন বাসিন্দা সহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সমাজকর্মী বলেন, 'বাংলাদেশ তুলনামূলক গরিব দেশ হওয়ার কারণে সেখানকার বেশ কিছু মহিলা কাজের সন্ধানে চোরাপথে ভারতে এসে বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে এরা অধিকাংশই অসৎ পথ অবলম্বন করে।

এদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তগুলিতে বিএসএফের বেশ কয়েকজন অফিসার সিবিআইএর নজরে থাকার কারণে বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কড়া পাহারা দিচ্ছে। একারণে সীমান্ত এলাকা থেকে সংবাদ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের উপরেও। কয়েকমাস আগে পর্যন্ত যা ছিল না। আগে সীমান্ত এলাকায় খবর সংগ্রহে গেলে বিএসএফের তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হত। তার পরিবর্তে এখন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এমনটাই দাবি করা হয়েছে গাইঘাটা সীমান্তের ঝাউডাঙা, বাগদা সীমান্তের বাগদা ও বয়রার কমান্ডিং অফিসারদের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি তারা জানান, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা, তথ্য দেওয়া ইত্যাদির অনুমতির অধিকার আছে এতদঞ্চলের বিএসএফের হেড অফিস কল্যাণীর।

পাচার প্রসঙ্গে বনগাঁর এসডিপিও অশেষ বিক্রম দস্তিদার বলেন, 'বনগাঁ মহকুমার সীমান্তবর্তী থানা আছে পাঁচটি। তার মধ্যে ফেন্সিংবিহীন এলাকা আছে প্রায় ৩৪ কিমি। আর এর বেশি অংশটাই বাগদায়। কিছুটা আছে গাইঘাটায়। তবে এখন সীমান্তে কোনও পাচার নেই। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ফেন্সিডিলও বন্ধ হয়ে গেছে। এর উৎপাদনও এখন বন্ধ। ইয়াবা ট্যাবলেটটা এদিকে খুব কম চলে। আর অনুপ্রবেশও এখন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বিএসএফ ও পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে দু'চারজন যে ঢোকেনা, তা নয়। কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।'

আপনজনদের কাছে পাচ্ছেনা মানসিক রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ি, ঘরসংসার ছেড়ে মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালে থাকা রোগীদের বন্দিজীবনে অক্সিজেন বলতে ছিল আপনজনের সাথে দু'দণ্ড কথা বলা। কিন্তু লকডাউন কেড়ে নিয়েছে সেটুকুও। ট্রেন, বাস নেই। তাই বন্ধ হয়েছে বাড়ির লোকজনের যাওয়া আসা। দীর্ঘদিন আপনজনের অনুপস্থিতি তাঁদের অনেকেরই মানসিক অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। কেউ ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছেন না। কেউ বসে থাকছেন মনমরা হয়ে। তাঁদের সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে কর্মচারী সকলকে। মানকুণ্ডু স্টেশনের পশ্চিমদিকে এগোলেই মানসিক হাসপাতাল। আত্মীয়দের অপেক্ষার জন্য কংক্রিটের শেড। এই শেডে দীর্ঘদিন পা পড়েনি কারও। একটু দূরেই পুরনো বিল্ডিং। সেখানেই চলে মনের চিকিৎসা। মানসিক হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ওষুধের পাশাপাশি বাড়ির লোকজনের সান্নিধ্য ও বিশেষ প্রয়োজন। অনেকটা পথ্যের কাজ করে। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই বাড়ির লোকজন তাদের সঙ্গে দেখা করেন কথাবার্তা

হয়। এটাই ছিল লকডাউনের আগের রুটিন। কিন্তু আচমকাই লকডাউনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাড়ির লোকজনের আসা-যাওয়া। যাঁদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল তাঁরা গাড়ি করে এসে দেখা করে যান। কিন্তু সেই সংখ্যাটাও হাতে গোনা। দিনের পর দিন রোগীদের সঙ্গে ওঠাবসা করা হাসপাতালের কর্মীরা তাঁদের মন বোঝেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন আত্মীয়দের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে রোগীরা অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনও উপায় নেই। কর্মীরা বলেন ট্রেন, বাস না চলায় রোগীর আত্মীয় পরিজন আসতে পারছেন না। পরিচিতদের সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা না হওয়ায় ওঁদের মন ভালো নেই। হাসপাতালটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ভদ্রেশ্বর পুরসভা। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, আত্মীয়দের দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে রোগীদের মন খারাপ হওয়া তো স্বাভাবিক। এই বন্দিজীবনে মানুষ কতটা ভেঙে পড়ে তা এখন সকলেই বুঝতে পারছেন। আপাতত বন্ধ হাসপাতালে নতুন করে রোগী ভর্তি। সাময়িক বন্ধ রয়েছে আউট ডোরও। তিনজন ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করছেন। এভাবেই হাওড়া, কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান জেলার ১০০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে।

কুকুর, বেড়াল ও পায়রাদের শুশ্রূষায় নিয়োজিত রজত

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা-লকডাউন মানুষের স্বাভাবিক জীবন বৈচিত্রকে তছনছ করে দিয়েছে। অনেকে খেতে পাচ্ছেন না। কারও জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে না ঠিক মতো। বিশেষত গরিব মানুষদের নাজেহাল অবস্থা। কিন্তু নিজে খেয়ে বাঁচতে হবে এবং পরিবারকেও বাঁচাতে হবে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও এক শিক্ষিত তরুণ আপনমনে রাস্তার কুকুর বিড়ালের খাওয়ানো তাঁদের শুশ্রূষাকার্যের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভের খোঁজে এগিয়ে চলেছেন। প্রসঙ্গত, তাঁর চাকরির বেতনের বেশিরভাগটাই খরচ করে। বহু বছর ধরে অবহেলিত পথের কুকুর-বিড়ালের খাওয়ার কাজ করে চলেছেন হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ধরমপুর মহিষমর্দ্দিনী তলায় রজত মাল নামের তরুণ পশুপ্রেমী। সে অবলা জীবদের বিশেষ করে কোন সারমেয় শরীরের একাধিক অংশে দগদগে ঘা থাকলে তাকে পরম মমতায় একমনে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় ওষুধ লাগিয়ে দেন। রজত চুঁচুড়া ফার্ম রোডে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে চাকরি করেন। এছাড়া তাঁর বাড়িতে রয়েছে হাঁস, মুরগি, পায়রা, সারমেয় প্রভৃতি। আস্ত বাড়িটাই গৃহপালিত পশুপাখিদের একটা মিনি চিড়িয়াখানায় পরিণত হয়েছে। রজত বলেন, এই অসহায় অবলা জীবগুলির সেবা করে থাকি। এরা তো কথা বলতে পারে না। এদের কষ্টের কথা ভাবার মানুষরে বড়ই অভাব। সেই স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বাণী জীবসেবাই ঈশ্বর সেবার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে এদের সেবায় ব্রতী হয়েছি। এদের জন্য কাজ করে যেমন খুব ভাল লাগে তেমনি মানসিক শান্তিও লাভ হয়।

তবে সারমেয়-বিড়াল-হাঁস-মুরগীদের জন্য সকাল থেকে রান্না করেন রজতের স্ত্রী সুপ্রিয়া মাল। যদিও তাঁর বউয়ের এই কাজে

কোনও সমর্থন বা উৎসাহ প্রেরণা নেই। রজতের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নিত্যদিনের রুটিন, সকাল এবং রাত্রিবেলা দেখা যাবে রাস্তায় পথ কুকুরদের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে খাওয়ানোর দৃশ্য। আবার রাত্রে সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের দাপটে বাড়ি থেকে ২ কিমি দূরে চুঁচুড়া স্টেশন রোডে ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে বিড়ালদের একইভাবে খাওয়াতে থাকেন। তখন তিনি কত রকমের যে কথা বলেন তাদের সাথে তা বোধগম্য হয় না। কারণ তাদের ভাষা একমাত্র তিনি বোঝেন। তাদের দুঃখ কষ্ট একমাত্র তিনি বুঝতে পারেন। এমন কাজ তিনি করে চলেছেন প্রায় ৩০ বছর ধরে। এমন কী এদের ওষুধ খরচও তাঁরই কাঁধে। আসলে এ জগতে তাঁর আপন বলতে তারাই। আর অবলা জীবরা সদা জাগ্রত রজতের জন্য। তাদের ভালবাসাটা উজার করে দেয় এই তরুণ পশুপ্রেমীকে। রজত এই কাজে রীতিমতো খুশি।

কেবল্ জট মুক্তি

বরুন মণ্ডল : কেবল্ মুক্ত কলকাতা মহানগর গড়তে একসঙ্গে দু'টি প্রকল্পের কাজ কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে শুরু হল। প্রথমত, কলকাতার বেশ কিছু রাস্তায় মাটির তলা দিয়ে 'টানেল' তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে কেবল্ তারের সার্ভিস, কেবল্ অপারেটরের তার, টেলিফোনের তার ও ইন্টারনেট প্রভাইডারের তার সবার তার ওই টানেল' নিয়ে যাওয়া। এবং দ্বিতীয়ত, অন্যত্র রাস্তায় মাথার উপরে ল্যাম্পপোস্ট থেকে ল্যাম্পপোস্টে জড়ানো কেবল্ তারের জঞ্জাল থেকে সমস্ত ডেড কেবল্ কেটে অ্যালাইভ কেবলগুলিকে সুন্দর করে ড্রেসিং করে দেওয়া। কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুলিশ একটি রাস্তার নামের তালিকা তৈরি করছে কলকাতা শহরের কোন্ কোন্ রাস্তার ডেড কেবলের জঞ্জাল কেটে নামিয়ে দেওয়া হবে। এরপর ওই তালিকা অনুযায়ী কলকাতা পুরসংস্থার কর্মীরা কলকাতা পুলিশ, সিইএসসি ও কেবল্ অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিতিতে ওই ডেড কেবল্ কেটে নামিয়ে দেবে। তাতে কলকাতা শহরের ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্ট গুলির ওপর যে অতিরিক্ত তারের ওজন চাপানো হয়েছিল, তা হ্রাস পাবে এবং ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে পড়ে প্রাণহানির আশঙ্কাও থাকবে না। আর অ্যালাইভ কেবলগুলি সুন্দর করে ড্রেসিং করে দিলে, শহরের সৌন্দর্যায়নের কাজটা তরান্বিত হবে। ১২ জুন কলকাতা কেবল্ অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ তাপস কুমার দাস ও অল বেঙ্গল টিভি অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড অপারেটরস ইউনাইটেড ফোরামের জয়েন্ট কনভেনর চন্দ্র

নাথ পাইন জানান, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের রুবি মোড় থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের গড়িয়াহাট পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তা থেকে সমস্ত ডেড কেবল্ কেটে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং এরই সঙ্গে অ্যালাইফ কেবলগুলিকে একসঙ্গে করে সুন্দর করে ড্রেসিং করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আগেই করে ছিল, দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর রোডে, জাজেস কোর্ট রোডে, সন্তোষ কুমার বোস রোডে এবং এই ধরনের কাজ কিছুটা করা হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে, আশুতোষ মুখার্জি রোডে এবং বেকবাগানের দিকে। তাপসবাবু বলেন, শেষের তিনটি রোডে অল্প কাজ করা হয়েছিল। পুরো কাজ করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান, কলকাতা মহানগর থেকে কেবল্ তারের জঞ্জাল সম্পূর্ণ রূপে সাফসুতরো করে দিতে তারা চেষ্টা করছে। তাপসবাবু জানান, রবীন্দ্র সদন থেকে হাজরা রোড সংযুক্তকারী ২.৬ কিলোমিটার হরিশ মুখার্জি রোডের দু'পাশে মাটির নিচ দিয়ে যে কেবল্ তার নিয়ে যাওয়ার 'টানেল' ট্রায়াল বেসিসে কলকাতা পুরসংস্থা নিজ অর্থ ব্যয়ে তৈরি করে দিয়েছে, তা দিয়ে ১৪ বা ১৫ জুন থেকে কেবল্ ফাইবার লিঙ্কের কাজটা শুরু হবে। একাজ হয়ে গেলে ওই রাস্তার উপরে থাকা সমস্ত কেবল্ তার ইন্টারনেটের তার কেটে নামিয়ে নেওয়া হবে। এরপর এই ধরনের কাজ হবে ডি এল খান রোড, জাজেস কোর্ট রোড ও আলিপুর রোডে। তখন ওই রোডে থাকা ডেড কেবল্ কেটে দেওয়া হবে। আর অ্যালাইভ কেবল্ সুন্দর করে বাইন্ডিং করে দেওয়া হবে। রাজ্যের পরিবহন ও আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেবল্ অ্যাসোসিশন রুবি মোড় থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত সমস্ত কেবল্ জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিয়েছে। তবে কিছু ইললিগাল ইন্টারনেট প্রোভাইডার তাদের তার কাটতে দেয়নি। ফলে অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত ডেড ও ইললিগাল কেবল্ কাটতে পারেনি।

সুন্দরবন পুলিশের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বুধবার বিকেলে ভাঙন এবং বন্যা প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষায় সুন্দরবন পুলিশ জেলার উদ্যোগে হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল থানার রামতনুনগরে ম্যানগ্রোভ চারা রোপনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সূচনা হলো। এদিন এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখার্জি, রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) রাকেশ সিং, কাকদ্বীপ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অনিল কুমার রায় সহ উর্ধতন পুলিশ আধিকারিক, কাকদ্বীপ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বনদপ্তরের আধিকারিক, মধুসূদনপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,সদস্যা ও হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষ।এদিন পুলিশ সুপার বলেন, সুন্দরবন পুলিশ জেলার নদী ও সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকায় মোট ৪০০০০ ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর পুলিশি উদ্যোগের পাশাপাশি এলাকার সমস্ত মানুষকে চার লক্ষ চারা লাগানোর অনুরোধ জানান। অতঃপর পুলিশ সুপার সহ অতিথিরা মুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ চারা রোপন করেন। বিধায়ক ও অন্যান্য অতিথিরা সুন্দরবন বাঁচাতে পুলিশের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নগরলক্ষ্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''আমার ভাণ্ডার আছে ভরে / তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।'' রবীন্দ্রনাথের ''নগরলক্ষ্মী'' কবিতার প্রতিচ্ছবি চাক্ষুস করা গেল দক্ষিণ শহরতলির প্রান্তিক অঞ্চল হরিদেব পুরের, সোদপুর ডাক্তার বাগানে এসে। অঞ্চলের ক্লাব-সংগঠন রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি। নামকরণেই শুধু রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে থাকেনি, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা গেল সমিতির সদস্যদের কাজে-কর্মে।

মহামারী করোনার দাপটে যখন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষ যখন দিশেহারা, ঠিক সেসময়ই আতঙ্কিত মানুষদের সাহস আর ভরসা দিতে এগিয়ে এল সমিতির সদস্যরা। শুধুমাত্র সদস্যদের মাসিক চাঁদা ব্যতিত কোনো আয় না থাকা খালি ভাঁড়ারের সমিতির সদস্যরা হাত পেতেই জোগাড় করে নিল অক্সিজেন সিলেন্ডার, অক্সিমিটার, রোগীর ওজন মাপা যন্ত্র, বেড প্রভৃতি। করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে প্রস্তুতি সেরে রেখেছে এই সংগঠন। পালা করে সমিতিগৃহে থাকছেন সদস্যরা। হঠাৎ করে কারোর কিছু ঘটলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি। সম্পাদক মনোতোষ সরকারের কথা, ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর সোমা চক্রবর্তী ও রাজ্যসভার সদস্য শুভাশিস চক্রবর্তীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, আমাদের ইচ্ছের কথা জেনে দ্রুত এসবের ব্যবস্থা করেছেন ওঁরাই। সভাপতি শ্যাম রাউত জানালেন, ওঁদের সহায়তায় অঞ্চলের অসহায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে আয় না থাকা ৭০ থেকে ১০০ জন মানুষের জন্য প্রতিদিন দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম-প্রথম মা ক্যান্টিন থেকে খাবার এলেও এখন সমিতির ১৫-২০ জন সদস্যকে হেঁসেলের কাজ সামলাতে দেখা গেল। পাড়ারই ডাক্তারবাবু বিজয় শাসমল, সমীর বোস, নার্স মৌসুমী সাহা অঞ্চলের বয়স্ক নাগরিকদের শারীরিক পরীক্ষা করছেন। পাশাপাশি বুঝিয়ে দিচ্ছেন মাস্ক পরতে হবে, শারীরিক দূরত্ব মানতে হবে, পরিস্কার থাকতে হবে এই জরুরী বিষয়গুলি।

শহরের বড়ো-বড়ো ক্লাব-সংগঠনের মতো রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতির তো আয় নেই, যা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়। তবু কেমন করে এসব সম্ভব ? প্রশ্ন শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক পরিতোষ ঘোষ বললেন, ইচ্ছে, শুধুমাত্র ইচ্ছে থাকলেই হয়, সব পূর্ণ হয়ে যায় ইচ্ছে-শক্তিতে। সমিতির নামকরণেই তো রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এই সংগঠনের সদস্যরা এটাই তো স্বাভাবিক।

বন্ধু এক আশার সহযোগিতায় এবং অ্যাক্সিস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস এর ব্যবস্থাপনায় গড়িয়াহাট এবং কালীঘাট এলাকার ২২০ জন রাস্তার হকারকে রেশন, গ্লুকোজ এবং ফলের রস বিতরণ করা হলো গত ১৫ জুন। ইন্দিরা হকার ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অভিজিত সাহা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন এই উদ্যোগে অনেক হকার উপকৃত হবেন। অ্যাক্সিস সংস্থার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রঘুমণি চ্যাটার্জীর কথায় এই দুঃসময়ে রাস্তার হকারদের জন্য কিছু করতে পেরে ভালো লাগছে। বন্ধু এক আশার পক্ষ থেকে প্রীতম সরকার জানান তারাও এই কাজে সামিল হতে পেরে খুবই আনন্দিত কারণ এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যবসার মন্দার কারনে এই সব প্রান্তিক হকাররাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

'যশ' কবলিত মানুষের হাতে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন তারা, ইতিমধ্যেই হিঙ্গলগঞ্জ, নামখানা, কাঁথি, দীঘায় পৌঁছে গিয়েছে ত্রাণ। সম্প্রতি গোসাবায় এবং বাসন্তীতে প্রায় ২০০ জন মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। গোসাবার পাখিরালয়ের শেষ প্রান্তে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার এই ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে খুবই খুশি। সমগ্র বিষয়টির ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে 'দিব্যতরু' নামে সংস্থা এবং পরিকল্পনা ও রূপায়ণে এগিয়ে এসেছে ভি সি শ্রীকান্ত-এর এআরএস সোস্যাল অ্যাক্টিভিটি গ্রুপের সদস্যরা, তাদের মধ্যে ছিলেন হৃষিকেশ সিং, অমিত সিং, সুরাজ দুবে, গার্গী।

লোকসান সয়েও পুরনো ধারণাই আঁকড়ে ধান চাষিরা

দেবাশিস রায় ঃ বর্ষার আগমন বার্তার সঙ্গেই রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে আমন ধান চাষের তৎপরতা শুরু হয়েছে। জেলার সর্বত্র এখন আমনের বীজতলা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। বিভিন্ন মহল্লার বীজ, সার ও কীটনাশক বিক্রির দোকানগুলিতে এখন ধান চাষিদের আনাগোনা বেড়েছে। কিন্তু, এতকিছুর মধ্যেও বীজতলা তৈরির আগে ধানবীজ শোধনে প্রবল অনীহা চাষিদের। চাষিরা আজও পুরনো ধারণাই আঁকড়ে থেকে বছরের পর বছর ধান চাষ করে চলেছেন। অথচ, বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষের ক্ষেত্রে বীজ শোধনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে আধুনিক কৃষি গবেষণা। বীজ শোধনের ফলে চাষের পরবর্তী সময়ে রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসল যেমন রেহাই পেতে পারে পাশাপাশি ফলনও বৃদ্ধি পায়। ফলে সার্বিকভাবে চাষি লাভবান হন। কিন্তু, গ্রামবাংলার ধান চাষিদের বেশিরভাগই আধুনিক কৃষি পদ্ধতিকে আপন করে নিতে না পারার কারণে আজও পুরনো ধারণায় চাষে অভ্যস্ত। ফলে মোটের ওপর ধান চাষিদের লোকসানের পাল্লাটা বেশ ভারী। তাই আনাচকানাচে হতাশ চাষিদের মুখে এখনও শোনা যায়, ধানচাষে আর পরতা নেই, খাটুনির তুলনায় লোকসানটাই বেশি।

পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতেই আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। জেলার বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণ, কাটোয়া এবং কালনা এই মোট চারটি মহকুমা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের কৃষিজমি সেচসেবিত। তার ওপর বর্ষায় পরিমিত বৃষ্টিপাতের কারণে আমন চাষে সাধারণত জলসেচের অভাব হয় না। একইসাথে পর্যাপ্ত কৃষিমজুরের পাশাপাশি চাষিদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির যথাযথ পরিকাঠামোও বিদ্যমান। সামগ্রিকভাবে জেলাজুড়ে ধান চাষে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। এতকিছুর পরেও ধান চাষ থেকে আশানুরূপ লাভবান হয় না বলে চাষিদের আক্ষেপ শোনা যায়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে ধান চাষে বিঘা (২০ কাঠা হিসেবে) প্রতি ফলনও এখনও আশানুরূপ নয়। আমন কিংবা বোরো সবেতেই নাকি এমনই পরিস্থিতি। এই দুই ধান চাষ করে চাষিরা বিঘা প্রতি ১৭-২০ মণ হিসেবে ফসল তুলতে পারেন। বর্তমানে যেভাবে কৃষি ও আনুষঙ্গিক খরচ বেড়েছে সেই তুলনায় চাষিদের লাভের অঙ্কটা যথেষ্টই হতাশাজনক। অত্যাধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং যথাসম্ভব খরচ কমিয়ে সুনির্দিষ্ট জমিতে ফসলের উৎপাদন

বীজ শোধনে অনীহা

আরও বৃদ্ধি করতে না পারলে চাষিরা আশানুরূপ লাভবান হবেন না। কিন্তু, সব জেনেবুঝেও চাষিদের বৃহত্তর অংশ এখনও পুরনো ধ্যানধরণায় বশবর্তী হয়ে চাষআবাদে লিপ্ত।

এই জেলার মঙ্গলকোটের কোঁয়ারপুরের দেবদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখণ্ডের নিমাইবিলাস ঠাকুর, আখড়ার মাধাই ঘোষ, সিঙ্গীর জয়দেব ঘোষ প্রমুখ দীর্ঘদিন ধরে আমন ও বোরো ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত। এনাদের সকলের কথায় বোঝা গেল ধান চাষ করে কেউই এখন আর সুখী নন। তাঁরা এই চাষ থেকে নাকি আশানুরূপ লাভবান হতে পারছেন না। তাই সংসারের ভরণপোষণের জন্য অনেককেই এখন চাষের পাশাপাশি অন্যান্য পেশাও বেছে নিতে হচ্ছে। যদিও এমনতর পরিস্থিতিতে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিকে মেনে নিয়ে চাষ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ নেই বললেই চলে। নিমাইবিলাসবাবু বলেন, আমরা এখনও বস্তাবন্দি ধান বীজ পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে কল গজিয়ে নিই। তারপর সেই কল গজানো ধানবীজ দিয়ে বীজতলা তৈরি করি। শুনেছি ধানের বীজ শোধনে নাকি ফলনের ক্ষেত্রে বেশ উপকার পাওয়া যায়। তবে, কখনও চেষ্টা করিনি।

কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙ্গী গ্রামের সার ও বীজ ব্যবসায়ী মিঠুন ভট্টাচার্য বলেন, সর্বত্র সময়ের সাথে সাথে আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে পরিবেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে। তাই আগের তুলনায় এখন ফসলে রোগপোকার আক্রমণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফলনও তুলনামূলক কম। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ধান চাষিদের আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিকে মেনে চাষ করতে হবে। সেই অনুযায়ী সবার আগে বীজ শোধনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝাটা আবশ্যিক। বীজ শোধনের মাধ্যমে বীজতলা তৈরি করলে সুস্থ চারা জন্মে। পরবর্তীতে সেই চারাগাছে রোগপোকার আক্রমণ কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ফলনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, চাষিরা এব্যাপারে একদমই উদাসীন। তাঁরা পুরনো পদ্ধতিতেই এখনও ধান চাষে অধিকতর আগ্রহী হওয়ায় বীজ শোধনের ধারে কাছে ঘেঁষেন না। যার ফলে ধানের ফলন মার খায় এবং চাষিরা আশানুরূপ লাভবান হন না। তবে, সরকারি উদ্যোগে এবিষয়ে চাষিদের যদি যথাযথ আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে হয়তো পুরনো ধারণায় কৃষিকাজে উদ্ভূত পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com